প্রশংসনীয় গবেষণা

(evsjv-bengali -البنغالية)

কামাল উদ্দিন মোল্লা

1431ه - 2010م
islamhouse.com

الاجتهاد المحمود

(باللغة البنغالية)

كمال الدين ملا

2010 - 1431

islamhouse.com

[illegible]

[illegible]:

وَدَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَـانِ فِي الْحَـرْثِ إِذْ نَفَشَـتْ فِيـهِ غَنَمُ الْقَـوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿78﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَـخَّرْنَا مَـعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿79﴾

[illegible]

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ

[illegible]

[illegible]:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

[illegible]:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

[illegible]

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

[illegible] خيط ابيض و اسود [illegible]

إنَّ وِسَادَكَ إذنْ لَعَرِيضٌ، إنَّما هُو بَيَاض النَّهارِ وَسَوَدُ الليلِ

যদি সাদা ও কালোর অর্থ সুতা হয়ে থাকে, তা হলে তোমার বালিশ বেশ প্রসস্ত! বরং তার অর্থ দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকার: বুখারী ও মুসলিম।
ওতে একথার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তারা আয়াতের ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম হননি। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দ্বিতীয়বার সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেননি এবং রমজানের দিবসে তাকে সিয়াম পরিত্যাগ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেননি, যদিও সিয়াম ত্যাগ করা মারত্মক কবীরা গুনাহ।
আহত সাহাবীর গোসলের ঘটনা
উল্লেখিত মাসআলার বিপরীত হলো আহত ব্যক্তির শীতের মধ্যে গোসলের ফতোয়া: জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে, প্রচণ্ড শীতের সফরে কোন একজন সাহাবী আহত হলেন, তারপর তার স্বপ্নদোষ হলে তিনি উপস্থিত সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি গোসল করবো, না তায়াম্মুম করবো? তদুত্তরে সাহাবারা প্রচণ্ড শীতে তাকে গোসলের ফতোয়া দিলেন। গোসলের দরুন ঐ সাহাবা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সংবাদ মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকাছে পৌছালে তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। যখন তারা মাসআলা সম্পর্কে অবহিত ছিলনা, তখন তারা কেন জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলো না? বস্তুত: জিজ্ঞেস করাই অজ্ঞতার মুক্তি। আবু দাউদ। ঐ সকল লোক ইজতেহাদ ব্যতিরেকেই ভুল করেছিলেন। কেননা, তারা আহলে ইলম ছিল না।
উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা
এরূভাবে ওসামা বিন জায়েদ রা. জুহাইনা গোত্রের হুরাকাত যুদ্ধে যখন কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারীকে হত্যা করেন, তখন তার উপর দিয়ত বা কাফ্ফারা কিছুই ওয়াজিব হয়নি। কেননা, ওসামার রা. ধারণা ছিল যে, এরূপ সংকটময় মুহুর্তের ইসলাম গ্রহণ যোগ্য নয়, তাকে হত্যা করা জায়েয, যদিও মুসলিমকে কতল করা হারাম কাজ। বুখারী
সালফে সালেহীন ও অধিকাংশ ফকীহদের ব্যাপক তাবিলের মাধ্যমে বিদ্রোহীগণ ন্যায়পরায়নগণকে হত্যা জায়েয মনে করলে কেছাছ, কাফ্ফারা বা দিয়ত দিতে হবে না। যদিও মুসলিমদেরকে হত্যা করা ও তাদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম।
শাস্তি প্রযোজ্য হবার যে সব শর্ত আমরা উপরে বর্ণণা করেছি, প্রত্যেক কথায় এর উল্লেখ জরুরী নয়। কেননা, এই সম্পর্কীয় জ্ঞান হৃদয়ে বিরাজমান। যেমন আমলের প্রতিদানের ওয়াদার জন্য শর্ত হলো খালেছভাবে আল্লাহর জন্য আমল করা এবং মুরতাদ হওয়ার কারণে আমল বরবাদ না হওয়া। অবশ্য এই শর্তটি প্রত্যেক নেক

5

القضاة ثلاثة: قاضيان في النـار، وقـاض في الجنة فأما الـذي في الجنة فرجل علم الحق فقضي بـه، وأما اللـذان في النـار: فرجل قضى للنـاس على جهـل، ورجل علم الحق وقضى بخلافه. رواه ابو داودو ابن ماجة

তাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল। যদিওবা এরূপ হয়ে থাকে, তবুও সাধারণভাবে তাদের ইমামতির মধ্যে কিছুতেই দোষ দেয়া যায় না।

ইমামগণের পদ মর্যদা
ইমামগণের নির্ভুলায় আমরা বিশ্বাস করি না, বরং তাদের ভুল কিংবা গুনাহে পতিত হওয়া সম্ভব। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে আমল করার এবং হাদিসের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষিত করেছেন। অধিকন্তু তারা বারবার গুনাহে পতিত হন না। তবে তারা সাহাবা অপেক্ষা উচ্চাসানে সমাসীন নন।
তদ্রুপ যারা ফতোয়া বিচার এবং সাহাবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ব্যাপারে ইজতেহাদ করেছেন, তাদের সম্পর্কেও একই কথা।
এতটুকু আমরা জানার পরও বলবো তাদের মধ্যে হাদিস পরিত্যাগকারী মাযুর বা অপারগ, বরং প্রতিদান প্রাপক। এর পরও আমাদেরকে নিষেধ করতে পারবে না সহীহ হাদিসের অনুসরণে। আমাদের বিশ্বাস যে, সহীহ হাদিসের উপর আমল এমন বিষয় যাতে কোন মতানৈক্য নেই এবং এর উপর উম্মতের আমল করা এবং তা প্রচার করাও ওয়াজিব। এ কথার মধ্যে আলিমগণের কোন মতবিরোধ নেই। হাদিসের প্রকারভেদ
1. প্রথম প্রকার হাদিস যা ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অকাট্যতার ইংগিত বহন করে। এই হাদিসের সনদ ও মতন নির্ভুলভাবে বর্নিত হয়েছে, যে সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলেছেন এবং হাদিসের এই অবস্থার দ্বারা এই ইচ্ছা করেছেন।
2. অন্য প্রকার হাদিসের ইসারাগুলি স্পষ্ট কিন্তু তা অকাট্য নয়।
প্রথম প্রকারের হাসিদ সম্পর্কে জানা এবং তদুনাযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এতে আদৌ মতবিরোধ নেই। অবশ্য কোন কোন হাদিসের সনদের সরলতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে আলেমদের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে, যে, হাদিসটি অকাট্য ইংগিতবহ কি না? যেমন, খবরে ওয়াহেদের ব্যাপারে। এক জামায়াতের মতে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য। অন্য জামাআতের মতে আমল করা আবশ্যক নয়। অধিকাংশ ফকীহদের মতে এবং অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিকের মতে খবরে ওয়হিদ সুনিশ্চিত ইলমের উপকারিতা দেয়। অন্য একদল দার্শনিকের মতে খবরে ওয়াহিদ ইলমের উপকারিতা দেয় না।
এরূপভাবে, যে সমস্ত খবর বিশেষ বিশেষ লোক কর্তৃক বিভিন্ন পন্থায় বর্ণিত হয়েছে, এবং একটি অপরটিকে সত্যায়িত করে, এমতাবস্থায় এই খবরে ওয়াহিদ ঐ ব্যক্তির জন্য দৃঢ় ইলমের

8

ফায়দা দিবে, যিনি বণির্ত পন্থা, খবর দাতাগণের অবস্থা এবং খবরের পূর্বাপর ও পরিশিষ্ট সম্পর্কে জ্ঞাত। আর যারা উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত নয়, তাদের জন্য এই খবর দ্বারা ইলমের ফায়দা হবে না। এ কারণেই হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লোকগণ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা পূর্ণ ইলমে ইয়াকিন লাভ করে থাকেন, যদিও অন্যান্য আলেমগণ সত্য তথ্যের অভাবের কারণে কখনো এটাকে সত্য বলে মনে করে না।
হাসিদ কখন ইলমের ফায়দা দেয়
নিম্ন লিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোন কোন হাদিসে ইলমের ফায়দা হয়ে থাকে।
1. কখনও খবর দাতার আধিক্যে
2. কখনও খবর দাতাগণ বিশেষ গুণে গুণান্নিত হওয়ায়।
3. কখনও হাদিসের ঘটনা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয় যাতে
শ্রোতাদের বিশ্বাস জন্মে।
4. আবার কখনও খবরদাতা নিজেই এর সাক্ষী হয়।
5. কখনও খবরদাতার নির্দেশের ভিত্তিতে তা মেনে নেয়া
ছাড়া উপায় থাকে না।
যাদের খবর দ্বারা জ্ঞানের উপকার হয় তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। কেননা, তাদের আমানত, ধর্মে আস্থা ও আল্লাহভীরুতার ফলে তাদের পক্ষে হতে মিথ্যা বলার অবকাশ থাকে না। আর যাদের খবর দ্বারা জ্ঞানের উপকার হয় না তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। এটা অধিকাংশ ফকীহ, মোহাদ্দেস এবং একদল কালাম শাস্ত্রবিদদের স্বত:সিদ্ধ রায়।
কোন কোন শাস্ত্রবিদ ও ফকীহগণের অভিমত এই যে, কোন বিশেষ সংখ্যক লোকদের দ্বারা কোন ব্যাপারে ইলমুল ইয়াকীন বা দৃঢ় ইলম প্রমাণিত হলে অন্যান্য ঘটনা সমূহে তাদের কথা দৃঢ় ইলমের ফায়দা দেবে। ইহা একান্তই বাতিল ও অমূলক ধারণা। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়।
ঐ সমস্তু আছার ও কারণ যা বর্ণনাকারীর স্বত্তার বর্হিভূত, তাও উপকারী তবে তা এখানে উল্লেখ করব না। এই জাতীয় আছার ও কারণগুলি হাদিস শাস্ত্র ছাড়াও উপকারী বিদ্যা। এজন্য উহাকে খবরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তা কখনও অকাট্য হয় আবার কখনও

সন্দেহযুক্ত হয়। আবার কখনও ঐ দুটি رائن.وق آثار মিলে ইলমুল ইয়াকীন বা দৃঢ় ইলমের উপকারিতা দেয়। আবার কখনও একটি অকাট্য ইলম দ্বারা অন্য একটি সন্দেহযুক্ত ইলমের উপকারিতা হাসিল হয়।
মূল কথা এই যে, হাদিস সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত ব্যক্তি কোন কোন হাদিসের শুদ্ধতা ও সত্যতা সম্পর্কে অকাট্য ফায়সালা দিতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ বিষয় বেশী অভিজ্ঞ নয়,

مصحفُ عثماني

কোন লোকের এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, শাস্তির জন্য অকাট্য দলিল না থাকা শাস্তি প্রযোজ্য না হওয়ার প্রমাণ। যেমন, কুরআনের অতিরিক্ত কিরায়াতের জন্য متواتر ُ خبرُ খবরে মুতাওয়াতের না থাকা ঐ কিরাআতগুলো শুদ্ধ না হওয়ার দলিল । কথকের এই কথা ঠিক নয়। কেননা, দলিল না থাকা দলিলকৃত বস্তু না থাকা বুঝায় না।
যে ব্যক্তি ইলম বিষয়ক কাজে তার অস্তিত্বের অকাট্য দলিল না থাকার কারণে ঐ বস্তুকে ছিন্ন করে, সে প্রকাশ্য ভুলে লিপ্ত। অবশ্য কালাম শাস্ত্রবিদদের একদল এরূপ করে থাকেন।
কিন্তু যখন আমরা জানতে পারি, কোন বস্তুর অস্তিত্ব এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে, অনিবার্যভাবে তার দলিল পাওয়া যাবে। সুতরাং যখন জানলাম দলিল নেই, অতএব বুঝা গেল বস্তুটিও একেবারেই অস্তিত্বহীন। কেননা, অনিবার্য না হওয়াই অনিবার্য বস্তু না হওয়ার প্রমাণ। আর আমরা এও জানতে পেরেছি যে, আল্লাহর কিতাব ও তার দ্বীন প্রচারের যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। মুসলিমদের জন্য সেটার কোনটি গোপন বা রহস্যাবৃত রাখা উচিত নয়। কেননা, মানব সমাজের জন্য তা অতীব প্রয়োজনীয়। আর সেগুলো মুসলিম উম্মতের জন্য সাধারণ দলিল স্বরূপ।
উহারণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মে যখন ছয় ওয়াক্তসালাত সম্পর্কে কোন বর্ণনাই নেই, এভাবে কুরআনে বর্ণিত সূরাগুলি ছাড়া নতুন কোন সূরা বর্ণনা নেই। এতে প্রতীয়ামন হয় যে, ইসলামে ছয় ওয়াক্ত ফরজ সালাতও নেই এবং কুরআনে বর্ণিত সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরাও নেই।
কিন্তু শাস্তি প্রযোজ্য অধ্যায়টি এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা, প্রত্যেক কাজের শাস্তির বর্ণনা আমাদের কাছে ধারাবাহিক ও মোতাওয়াতের হওয়া শর্ত নয়। কেননা প্রত্যেক কাজের শাস্তির বর্ণনা আমাদের কাছে

ُ متواتر ُ نقل ও ধারাবাহিকভাবে

মোতাওয়াতের বিশুদ্ধভাবে পৌছবে।
এরূপভাবে শাস্তির হুকুমটিও ধারাবাহিক ও মোতাওয়াতের হওয়া শর্ত নয়।
উল্লেখিত বর্ণনায় বুঝা গেল, সে সমস্ত হাদিস ইংগিতবহ তাতে আমল করা ওয়াজিব। কেননা, ঐ কাজের আমলকারীকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তি প্রযোজ্য হবার জন্য কতকগুলি শর্ত রয়েছে, পক্ষান্তরে এর জন্য কতকগুলি প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। এই রীতিটি কতকগুলি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়।
1. মহানবী সা. হতে শুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে:
َموْ و شاهدية و كاتبه. رواه مسلم لعن الله آكل الربا و كله،

অর্থাৎ সুদখোর, সুদদাতা, স্বাক্ষীদ্বয় ও এর লেখকের উপর আল্লাহর তাআলার লানত। মুসলিম
2. মহানবী সা. হতে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এক ছা’ এর পরিবর্তে দুই ছা’ খাদ্য নগদ বিক্রি করলে তা প্রকৃতই সুদ। তিনি এও বলেছেন:

ربا إال هاء هاء . رواه البخاري ومسلم ً البر بالبر
অর্থাৎ: গমের পরিবর্তে গম নগদ মূল্য ছাড়া সুদের পর্যায়ভূক্ত। অর্থাৎ বাকীতে অথবা অতিরিক্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বিক্রি হলে সুদ হবে এবং নগদ হলে সুদ হবে না। বুখারী ও মুসলিম।
উল্লেখিত হাদিসে দুই প্রকার সুদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। একটি অতিরিক্ত লাভ করা সম্পর্কীয়, অন্যটি বাকী বিক্রয় সম্বন্ধীয়। অত:পর যাদের কাছে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদিস পৌছেছে:
.إنما الربا في النسيئة
অর্থাৎ সুদ হলো বাকী বিক্রয়ের মধ্যে
তারা এক ছা’ এর পরিবর্তে দুই ছা’এর নগদ বিক্রয়কে হালাল মনে করতেন। এই রায় হলো ইবনে আব্বাস রা. ও তার সংগীগণের, আবুস সোয়াছা, আতা তাউস, ছাঈদ বিন জোবায়ের, ইকরামা রা. ও অন্যান্যগণ, যারা ইলম ও আমলে মুসলিম জাতির গৌরব ছিলেন। এখন কেউ একথা বলতে পারবেনা যে, উল্লেখিত সাহাবা ও তাদের অনুসারীগণ, সুদ সম্পর্কিত হাদিসে সুদখোরদের পর্যায়ভূক্ত ও অভিশপ্ত। কেননা, তারা উল্লেখিত ফতোয়া দিয়েছিলেন একটি বৈধ ও সুনির্দিষ্ট তাবিলের উপর ভিত্তি করে।
3. অন্য একটি উদাহরণ এই যে, মদীনার কতিপয় আলেম হতে স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাসের বৈধতার উল্লেখ আছে। কিন্তু সুনানই আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

من أتى إمرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد . رواه أحمد ، مسلم و . النسائي
অর্থাৎ যে ব্যক্তিতার স্ত্রীল পিছনের রাস্তা দিয়ে যৌন সহবাস করে, সে মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামপ্রতি অবর্তীণ বস্তুকে অস্বীকার করল। ইমাম আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী।
কিন্তু কারও পক্ষে এটা বলা সমীচীন নয় যে, ঐ আলেমগণ মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর অবর্তীর্ণ বস্তুর সাথে কুফরী করেছে।
4. এভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামহতে বর্ণিত আছে, তিনি শরাবের ব্যাপারে দশ

كل شراب أسكرَ فهو خمرٌ وقال كل مُسكر خمرٌ.

الخمر ما خامر العقلُ

لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحومُ فجملوها فباعوها وأكلـوا أثمانهـا. رواه البخاري ومسلم

সাহাবী জ্ঞাত ছিলেন না যে, সেটা বিক্রি করা হারাম। এতদসত্বেও উমর রা. ঐ সাহাবীকে ঐ কাজের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করেননি। অবশ্য তিনি শাস্তির বর্ণনা দিলে ঐ সাহাবী ও অন্যান্যগণ এরূপ খারাপ কাজ থেকে বেচে যেতেন।
5. রাসূল সা. আঙ্গুরের রস নিংরানো ব্যক্তি এবং যার জন্য নিংরানো হয়, উভয়কেই লানত করেছেন। অবশ্য বহু সংখ্যক ফকীহ অন্যের জন্য আঙ্গুরের রস নিংরানো জায়েয মনে করেন, যদিও ঐ ব্যক্তি জানে যে, রস দিয়ে শরাব তৈরী করা হবে।
এটা সহজেই বোঝা যায় যে, উল্লেখিত হাদিস রস নিংরানো

ব্যক্তির অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে نص ٌّ বা দলিল স্বরূপ, তবুও ঐ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধকতার ফলে অভিশপ্ত বলা হবে না।
6. বিভিন্ন সহীহ হাদিসে মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরচুলাধারীনি স্ত্রীলোক এবং যে অন্যের জন্য পরচুলা তৈরী করে, উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন। অবশ্য কতিপয় ফকীহর মতে এ কাজ শুধু মাকরূহ।
7. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন:

يُ َج ِرج ُر في بطنه نار جهنم. رواه البخ..اري إن الذين يشرب في آنية الفضة إنما ومسلم
অর্থাৎ: যারা রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করে, তারা নিজেদের পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায় এবং তাদের পেটে জাহান্নামের আগুনের শব্দ হবে। বুখারী ও মুসলিম। এতসত্ত্বেও কোন কোন ফকীহ এটাকে মাকরূহ তানজিহ মনে করেন।
8. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:
إذاالتقى المس..لمان بس..يفَيهما فالقاتل والمقت..ول في الن..ار. رواه البخ..اري و مسلم
অর্থাৎ যখন দুই মুসলিম তরবারী নিয়ে একে অন্যের সামনাসামনি হয়, তখন ঘাতক ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে। বুখারী ও মুসলিম
উল্লেখিত হাদিস আমল করা ওয়াজিব। এটা এই ইংগিত বহন করে যে, সত্য প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া মুসলিমদের হত্যা করা হারাম। এতদস্ত্বেও আমরা জানি যে, জামাল যুদ্ধে এবং সিফফিন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণ জাহান্নামবাসী নন। কেননা, যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের ওজর এবং ইচ্ছা ছিল। এছাড়া তারা এমন সব সৎ কাজ করেছিলেন, যা তাদের জাহান্নামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাড়িয়েছিল।
9. রাসূল সাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماءٍ يمنعه ابنِ السبيل فيقول اللهِ له: اليومَ أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ مالم تعمل يداكَ. ورجل بايع إما ماً لايبايعه إلا لدنيا إن أعطاهٍ رضي وإن لم يعطه سخط، ورجل حلف على سلعةٍ بعد العصر كاذباً.

অর্থাৎ আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তিন শ্রেনীর লোকের সাথে কথা বলবেন না তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি অবধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি পথিককে অতিরিক্ত পানি দিতে অসম্মতি জানায় কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন - আজ আমি তোমাকে আমার করুনা ও রহমত হতে বঞ্চিত রাখব, যেমন তুমি মানুষকে অতিরিক্ত পানি হতে বঞ্চিত করতে, যা তোমার শ্রমলব্ধ নয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি শুধু পার্থিব স্বার্থের জন্য ইমামের হাতে বায়আত হয়, তাকে কিছু দেয়া হলে খুশী হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। তৃতীয় ব্যক্তি তার মাল অতিরিক্ত দামে বিক্রয় করার জন্য আছরের পর মিথ্যা শপথ করে, ইতিপূর্বে তার মালের বেশী দাম, বলা হয়েছিল। মসনানে আহমদ, বুখারী, মুসলিম।

উক্ত হাদিসে প্রতীয়মান হয় যে, অতিরিক্ত পানি দান করতে অসম্মতি জানালে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এতদসত্ত্বেও একদল আলেম আলেম অতিরিক্ত পানি দিতে নিষেধ করাকে জায়েয মনে করেন।

কিন্তু হাদিসের দলিল অনুসারে, ঐ কাজে আমাদেরকে হারামই বলতে হবে। এতদসত্ত্বেও যে ঐ কাজ জায়েয মনে করে, সে শাস্তির উপযুক্ত নয়। কেননা, তাবিলের কারণে তার ওজর কবুল করত হবে।

10. নবী করিম স . বলেন:

لعن الله المحللُ والمحلل له.

আল্লাহ মহাল্লাল এবং মুহাল্লাল লাহু উভয়ের উপর লানত দেন।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্য কারো জন্য হালাল করার নিয়তে কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ দেন। আর যে ব্যক্তির জন্য ঐ স্ত্রী লোকটি হালাল করা হয়, তার উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ। মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, তিরমীযি, রাসূল সা . এবং সাহাবাগণ হতে ও এরূপ বর্ণিত আছে। এতদসত্ত্বেও কতিপয় আলেম হালাল কার জন্য এ বিয়ে জায়েয মনে করেন।

আবার কেউ ঐ প্রকার বিয়ে এই শর্তে জায়েয রাখেন, যদি বিয়ের আকদ এর সময় কোন প্রকার শর্ত না করা হয়। তাদের এই কথার পেছনে বহু ওজব আপত্তি আছে। যারা হীলা বিয়ে জায়েয বলেন, তাদের দলিল এই যে, যে সকল আকদ বিয়ে বন্ধন এর সাথে শর্তের

17

من ادعى إلى غـير أبيـه، وهو يعلم أنه غـيرَ أبيـه: فالجنة عليه حـرام. البخـاري ومسلم

من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غيرَ مواليه، فعليه لعنة الله والملائكةِ والنــاس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه مسلم .

ব্যক্তিকে এজন্য দায়ী করতে পারি না। সাহাবীদেরকে অভিযুক্ত করাতো দূরের কথা। অর্থাৎ সাহাবীদের কাউকেও বলা যাবে না যে, তিনি এই শাস্তির যোগ্য। কেননা, রাসূল সা. এর হাদিস الولد للفراش আর মুয়াবিয়ার রা. ধারণা ছিল যে, সন্তান ঐ ব্যক্তিরই হবে যার বীর্যে সে জন্মলাভ করেছে। একথার উপর ভিত্তি করেই জিয়াদকে আবু সুফিয়ানের ছেলে হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। কেনান, জিয়াদের মাতা সূমাইয়া আবু সুফিয়ান কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছিল।
এই বিধান অনেক লোকেরই অজানা ছিল । বিশেষ করে, হাদিস সংকলনের প্রসার লাভের পূর্বে বেশীর ভাগ লোক এই বিধান সম্মন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া এও হতে পারে যে, ইসলামের পূর্ব যুগে সন্তান ঐ ব্যক্তিরই প্রাপ্য ছিল, যার বীর্যে সে জন্মলাভ করেছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার ফলে ঐ কাজে শাস্তি প্রয়োগ হত না। কেননা, সে এমন কেন কাজ করত, যার ফলে ঐ গুনাহ মুছে যেত । এছাড়া আরো অনকে প্রতিন্ধকতা রয়েছে।
হালাল ও হারামের দলিলের পরস্পর দ্বন্দ্ব
বহু মাসআলা এরকম আছে, যার হারাম হওয়ার দলিল কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠত হয়েছে। এতদসত্বেও, কতিপয় আলেক তাকে হালাল মনে করেন। কেননা, তাদের কাছে হারামের দলিল পৌছেনি। অথবা তাদের কাছে হারামের দলিল পৌছেছে, কিন্তু হালালের দলিল হারামের দলিলের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য তারা এটা তাদের জ্ঞানও ইজতেহাদের দ্বারাই করেছেন।
হারামের হুকুম ও ফলাফল
কোন বস্তুকে হারাম করতে হলে তার কতকগুলি হুকুম ও ফলাফল আছে যেমন:
1. হারামে লিপ্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে।
2. ঐ ব্যক্তি র্ভৎসনার পাত্র।
3. সে শাস্তির উপযু্ক্ত।
4. সে ফাসেকের পর্যায়ভূক্ত

এগুলি ছাড়া অন্যান্য ফলাফলও আছে। কিন্তু হারাম প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি শর্ত ও বাধা নিষেধও রয়েছে। যেমন, কখনও কোন বস্তুর হারাম প্রমাণিত হয়, কিন্তু হারাম হবার কোন শর্তের অনুপস্থিতিতে বা কোন প্রতিবন্ধকতার ফলে হারামের হুকুম রহিত হয়। অথবা ঐ হারাম কোন নির্দিষ্ট লোকের বেলায় প্রযোজ্য হয় না, অথচ অন্যের বেলায় তা প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এই বিষয়ে আমরা কথা লম্ব করলাম না। কেননা, উক্ত মাসআলার মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

সালফে সালেহীনের মতে আল্লাহর হুকুম এক, তবে যিনি ইজতেহাদে ভুল করলেন তিনি অপারগ ও সওয়াব প্রাপ্ত হবেন।
1. সালফে সালেহীন ও ফকীগণের মত এই যে, আল্লাহর বিধান সকলের জন্য একই রকম। যে ব্যক্তি ইজতেহাদের ফলে তার বিরোধিতা করে সে ভ্রান্ত ও অক্ষম। সে আল্লাহর দরবারে প্রতিদান পাবে। যদিও সে তাবিল করতে গিয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে বসে, তবু তার উপর হারামের প্রতিক্রিয়া হবে না। কেননা, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ কাউকে তার শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেন না।
2. আলেমগণের দ্বিতীয় দলের ধারণা বিশ্বাস এই যে, ঐ কাজটি মুজতাহিদের জন্য হারাম নয়। কেননা, হারামের দলিল তার কাছে পৌছেনি। কিন্তু অন্যের জন্য হারাম।

উল্লেখিত মাসআলা দুটির মতবিরোধ পরস্পরের কাছাকাছি, এটা বাক্যের মধ্যে বিভিন্নতার নামান্তর মাত্র।
মূলকথা এইযে, শাস্তি সম্পর্কিত হাদিস পরস্পর বিরোধী হলে তা উল্লেখিত বর্ণনার বহির্ভূত নয়। আলেমগনের সম্মিলিত রায় এই যে, যে কাজের জন্য শাস্তি প্রযোজ্য হয়েছে তা অবশ্যই হারাম। তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা জায়েয, সেটা অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে হোক। অবশ্য প্রতিকূল অবস্থায়ই হাদিস দ্বারা বেশীর ভাগ দলিল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আবার হাদিস الداللة قطعي অনিবার্য ইংগিবহ না হলে তা দ্বারা দ্বন্দযুক্ত স্থানে দলিল গ্রহণ সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

সমাপ্ত